


# কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড




VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-16 28th October 2026 ◆ Wednesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩




# দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ : লালদুহোমা

## অনিয়ম ঠেকাতে প্রশাসনিক সংস্কারে জোর মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর

**আইজল :** দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধু কথায় নয়, প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে লড়াই চালাচ্ছে মিজোরাম সরকার। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়িয়ে অনিয়ম বন্ধ করাই লক্ষ্য। বুধবার আইজলে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে এই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে সরকারি কর্মী ও সাধারণ মানুষকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি কর্মীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা, দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে (সিবিআই) সাধারণ সম্মতি, জনপরিষেবা অধিকার আইনের আওতায় পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং অনলাইন অভিযোগ



নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ‘মিপুই আও’ চালু করা হয়েছে। দ্রুত মীমাংসাযোগ্য অভিযোগের নিষ্পত্তিতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বরাতের অনিয়ম এবং জনসাধারণের অর্থের অপচয় বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট করেন তিনি।

প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি ও অনিয়ম ঠেকাতে প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের কথাও জানান লালদুহোমা। নিম্নমানের সরকারি কাজের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি, লোকায়ুক্ত ও দুর্নীতিদমন শাখাকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

সরকারি বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আবেদনকারীর মধ্যে পারিবারিক বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলে চুক্তি করা যাবে না বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দেশে মিজোরামের দণ্ডাদেশের হার অন্যতম বেশি। দুর্নীতি নির্মূল করা গেলে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। সরকারি কর্মীদের সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।

## বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়, ত্রিপুরায় শীত আসতে দেরি আরও এক সপ্তাহ

**আগরতলা :** বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ত্রিপুরায় শীতের আমেজ ফিরতে আরও পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগতে পারে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের মতে, ঝড়ের প্রভাব কমলে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদ জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। অথচ এই সময়ে স্বাভাবিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩১ ডিগ্রি থাকার কথা। ফলে শীতের আমেজ পেতে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার দু-একটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

## জুবিনের মৃত্যু মামলা: ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ গরিমা

**গুয়াহাটি :** শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় দ্রুত বিচার ও অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতার দাবিতে অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের দ্বারস্থ হলেন তাঁর স্ত্রী গরিমা শইকীয়া গর্গ। বুধবার রাজভবনে



রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সাত দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন গরিমা-সহ জুবিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটি প্রতিনিধি দল।

মামলায় শক্তিশালী সওয়াল নিশ্চিত করতে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের নিয়ে সমন্বিত প্রসিকিউশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা এবং ইতিমধ্যে মঞ্জুর হওয়া জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার দাবি জানানো হয়েছে। তদন্তে উঠে আসা অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে প্রতিনিধি দল।

গরিমা বলেন, জুবিনের জীবনের শেষ দিনে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তাঁরা জানতে চান। কয়েক জন অভিযুক্তের জামিনের আবেদন নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন তিনি।

## পুরভোটের রণকৌশল স্থির করতে ২ নভেম্বর কলকাতায় নীতীন নবীন

**কলকাতা :** কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটকে সামনে রেখে ফের রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন। আগামী ২ নভেম্বর তাঁর কলকাতায় আসার কথা। এই সফরে রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে পুরভোটের প্রস্তুতি, প্রার্থী বাছাই এবং নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

বিজেপি সূত্রে খবর, কালীপুজোর আগেই নীতীন নবীনের বঙ্গ সফরের পরিকল্পনা ছিল। এবার সফরের দিন চূড়ান্ত হয়েছে। দুই পুরসভার ভোটে দলের প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন তিনি। এর আগে সেপ্টেম্বরের শেষদিকে দু'দিনের



সফরে কলকাতায় এসেছিলেন নীতীন নবীন। সেই সময়ও রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তিনি। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটে প্রার্থী নির্বাচন এবং প্রচারের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে জানা যায়।

ডিসেম্বরে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা বেড়েছে। নীতীন নবীনের আসন্ন সফরকে তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপির একাংশ।

## মণিপুরের কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও পরিকাঠামোর অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সতীশ দুবে

**ইম্ফল :** মণিপুরের সেনাপতি জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। মঙ্গলবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে তিনি উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শেষ করা এবং যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।




জেলা প্রশাসন, নিরাপত্তা, বন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গ্রামীণ উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন দফতরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী। প্রকল্প রূপায়ণে বাধা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উপর গুরুত্ব দেন তিনি। ২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্য পূরণে সরকারি প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর আহ্বান জানান দুবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও রেল পরিকাঠামোর উন্নয়ন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের অভিযোগ এবং বিভিন্ন দফতরের কারিগরি সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সফরের সময় সেনাপতি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এবং প্রস্তাবিত সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড নির্মাণের অগ্রগতি ও সময়সীমা সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি।

## গুয়াহাটিতে পাঁচ খুনের ঘটনায় ধৃতের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত, এনকাউন্টারের দাবি পরিবারের

**গুয়াহাটি :** গুয়াহাটির উলুবাড়িতে হোটেল বিলাস ইন-এ পাঁচ জনকে গুলি করে খুনের ঘটনায় ধৃত ঘনকান্ত গগৈকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে কামরূপ মহানগর জেলা আদালত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হয়। ২৬ অক্টোবর হোটেলের লিজ ও পরিচালনা নিয়ে বিবাদের জেরে এই গুলিচালনার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত সত্যেন্দ্র পাঠক গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে, নিহত হেলেনা ভারতীর ভাই ভূদেব ভারতালির পরিবারের এক সদস্য অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে হত্যার দাবি জানিয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর বিচার পেতে অভিযুক্তেরও একই পরিণতি হওয়া উচিত বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়াতেই বিচার সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। পুলিশ জানিয়েছে, হোটেলের লিজ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিরোধ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

# সম্পাদকীয়

বুধবার, ১১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

## কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শিক্ষার লক্ষ্য বদলাক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই যখন মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তখন শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে? শুধু তথ্য পরিবেশন, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার কৌশল শেখানো কিংবা কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা তৈরি করাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? নাকি শিক্ষার আসল কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসা এবং নিজস্ব চিন্তার শক্তি গড়ে তোলা? প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান সময়ে এই প্রশ্নগুলি নতুন করে ভাবা জরুরি।

ছোটবেলায় আমি খুব সাধারণ মানের ছাত্র ছিলাম। মুখস্থবিদ্যানির্ভর পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তাম। কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর সৌভাগ্যক্রমে জে কৃষ্ণমূর্তির দর্শনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর চিন্তাভাবনা একজন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা তথ্য সঞ্চয় করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে মনে করেছি। অথচ কৃষ্ণমূর্তির মতে, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হল কোনও বিষয়কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, প্রশ্ন তোলা এবং নিজের চেষ্টায় সত্যকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা।

এআইয়ের যুগে এই দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়েছে। প্রযুক্তি যখন সহজেই তথ্য সরবরাহ করতে পারে, তখন শিক্ষকের ভূমিকা কেবল জ্ঞান বিতরণকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাঁকে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে, যুক্তি খুঁজতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে উৎসাহিত করতে হবে।

এআইয়ের যুগে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজীবন শেখার ক্ষমতা গড়ে তোলা। এই ক্ষমতাকে বলা যায় 'লার্নেবিলিটি'; অর্থাৎ নিজের উদ্যোগে নতুন জ্ঞান অর্জন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার মানসিকতা।

বর্তমান কর্মক্ষেত্রেও এই গুণের গুরুত্ব বাড়ছে। কোনও একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; নতুন প্রযুক্তি, পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং অজানা সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও জরুরি। তাই শিক্ষকদের এমন প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণা করতে হবে, যা শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। সমস্যাগুলি এমন হওয়া উচিত, যার সমাধান সহজে পাওয়া যায় না, অথচ চেষ্টা করলে সমাধানের পথে এগোনো সম্ভব। এই ধরনের বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ কৌতূহল বাড়ায়, যুক্তিবোধ শাণিত করে এবং ব্যর্থতা থেকে শেখার সুযোগ তৈরি করে।

একই সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মানসিক অবস্থা ও শেখার ধরন বুঝতে হবে। অন্যকে কোনও বিষয় বোঝাতে গিয়েও শিক্ষক নিজের ধারণা যাচাই করার এবং নতুন প্রশ্ন আবিষ্কারের সুযোগ পান। এই পারস্পরিক শেখার প্রক্রিয়াই শিক্ষাকে জীবন্ত করে তোলে।

শিক্ষার্থীদের চিন্তার ক্ষমতা বাড়ানোর একটি কার্যকর উপায় হল পরিকল্পিত ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা। শ্রেণিকক্ষে একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন অনেক সময় দীর্ঘ বক্তৃতার চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে। ব্যবসায়িক বিপণনের একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা কে? সংস্থাটি সাধারণ ক্রেতাদের জন্য পণ্য তৈরি করে বলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রথমে কোনও ব্যক্তির কথা ভেবেছিল। কিন্তু উত্তর হল খুচরো বিপণন সংস্থা ওয়ালমার্ট।

এই প্রশ্ন থেকেই ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যবসা থেকে ব্যবসায় বিপণনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা শুধু একটি তথ্য জানতে পারে না, বরং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করে।

এই পদ্ধতির মূল কথা হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস কমিয়ে আনা। কৃষ্ণমূর্তির দর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যখন একসঙ্গে অনুসন্ধান করেন, তখনই প্রকৃত শেখার পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষা তখন আর শুধু তথ্য আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া থাকে না; তা হয়ে ওঠে প্রশ্ন, আলোচনা ও আবিষ্কারের যৌথ যাত্রা।

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু এমন মানুষ তৈরি করা নয়, যারা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করা এবং অজানা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করার সুযোগ দিতে হবে। তারা কতগুলি উত্তর মুখস্থ রাখতে পারছে, তার পাশাপাশি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে পারছে, সেটিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

# ইউরোপের বাণিজ্যিক স্বার্থ, উত্তর-পূর্ব ভারতের লাভ কতটা?

**বিশেষ প্রতিবেদন**

উত্তর-পূর্ব ভারতকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার আলোচনা নতুন নয়। চিন, মায়ানমার ও বাংলাদেশের নৈকট্য, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে রেখেছে। এবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সহযোগিতা সেই সম্ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়লে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাধারণ মানুষ কতটা লাভবান হবেন?

ইউরোপের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও নতুন বাজার। ভারতের লক্ষ্য রফতানি বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের কাছে এই দুই লক্ষ্য শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে বিনিয়োগ যদি কেবল কাঁচামাল উত্তোলন ও পরিবহণে সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলে স্থানীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন অধরাই থেকে যেতে পারে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদের প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহের অন্যতম কারণ বিরল মৃত্তিকা মৌল ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সম্ভাব্য ভাণ্ডার। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধানে সম্ভাবনাময় খনিজের উপস্থিতির ইঙ্গিত মিলেছে। তবে সম্ভাব্য মজুতের পরিমাণকে সরাসরি বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তার জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধান, প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত সমীক্ষা প্রয়োজন।

বৈদ্যুতিক গাড়ি, বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রাংশ এবং উন্নত প্রযুক্তির বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরিতে বিরল মৃত্তিকা মৌলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ক্ষেত্রে চিনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী। ফলে ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ শুধু খনিজ আবিষ্কার নয়, সেই সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য কোথায় তৈরি হবে, তা নিশ্চিত করা। খনিজ উত্তোলন করে কাঁচামাল অন্যত্র পাঠিয়ে দিলে স্থানীয় মানুষের লাভ সীমিত থাকতে পারে। বিপরীতে, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট উৎপাদন শিল্প গড়ে উঠলে কর্মসংস্থান ও স্থানীয় আয় বাড়তে পারে। তাই বিনিয়োগের সাফল্য বিচার করতে হবে শুধু রফতানির পরিমাণ দিয়ে নয়, স্থানীয় অর্থনীতিতে কতটা মূল্য সংযোজন হচ্ছে, তা দিয়েও।

ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি এবং বিমস্টেকের মতো আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে রাস্তা, রেলপথ, সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ও ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'গ্লোবাল গেটওয়ে' উদ্যোগের লক্ষ্যও পরিবহণ, ডিজিটাল যোগাযোগ ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতে নতুন প্রকল্পের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে পরিকাঠামো নির্মাণই উন্নয়নের চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়। সেই পরিকাঠামো স্থানীয় উৎপাদক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কতটা ব্যবহার করতে পারছেন, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা বড় সংস্থাগুলিকে দ্রুত পণ্য পরিবহণে সাহায্য করবে। কিন্তু স্থানীয় কৃষকের কাছে যদি গুদাম, শীতল সংরক্ষণ, মান যাচাই, বাজারের তথ্য ও সাশ্রয়ী ঋণের সুবিধা না থাকে, তা হলে তিনি নতুন বাজারের সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন না। তাই সংযোগ পরিকাঠামোর পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসাকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

২০২৩ সালের ১ ও ২ জুন ভারত-ইইউ সহযোগিতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনায় একাধিক সম্ভাব্য প্রকল্পের কথা উঠে এসেছিল। পাঁচটি ক্ষেত্রে ১২০টি প্রকল্প চিহ্নিত করার পরিকল্পনা এবং ২০২৫ সালের জন্য একটি বিনিয়োগ রোডম্যাপ তৈরির প্রস্তাবও আলোচনায় এসেছিল বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত রোডম্যাপের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে।

এখানেই বড় প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্ভাবনার কথা বলা এবং বাস্তবে বিনিয়োগ পৌঁছে দেওয়া এক বিষয় নয়। প্রকল্পের তালিকা থাকলেই শিল্প গড়ে ওঠে না। প্রয়োজন অর্থায়ন, দক্ষ কর্মী, জমি ও পরিবেশ সংক্রান্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, বাজারের নিশ্চয়তা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে দেখতে চাইলে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা, অর্থায়নের উৎস এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা প্রকাশ করা জরুরি। কোন রাজ্যে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে, স্থানীয় উৎপাদকরা কীভাবে যুক্ত হবেন এবং কত কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য রয়েছে, তারও স্পষ্ট হিসাব থাকা প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকারকে উপেক্ষা করা যায় না। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের মতো রাজ্যে জমি, বন, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক গভীর। খনিজ অনুসন্ধান ও বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে, আবার যথাযথ পরিবেশগত মূল্যায়ন ও স্থানীয় মানুষের সম্মতি উপেক্ষিত হলে জমি ও জীবিকার উপর চাপও বাড়াতে পারে।

তাই প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁদের শুধু শ্রমিক হিসেবে নয়, প্রশিক্ষিত কর্মী, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবেও যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় উদ্যোগের সঙ্গে অংশীদারিত্বে শিল্প গড়ে উঠলে বিনিয়োগের সুফল অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছনোর সম্ভাবনা বাড়বে।

পর্যটনের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু পর্যটন বাড়ানোর পরিকল্পনায় স্থানীয় ব্যবসা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব না দিলে তার সুফল বড় সংস্থার হাতেই কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশজাত পণ্য, হস্তশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের জন্য নতুন বাজারের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। তবে কোন পণ্য কতটা সুবিধা পাবে, তা নির্ভর করবে চুক্তির শর্ত, শুল্ক ছাড়, পণ্যের উৎস সংক্রান্ত বিধি এবং ইউরোপীয় বাজারের মানদণ্ডের উপর।

এই সুযোগ কাজে লাগাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে মান যাচাই, প্যাকেজিং, প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এবং রফতানি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে সহায়তা দিতে হবে। কৃষকদের উৎপাদক সংস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে তাঁদের দর-কষাকষির ক্ষমতাও বাড়তে পারে। পাশাপাশি, স্থানীয় শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য প্রশাসন, ইউরোপীয় বিনিয়োগকারী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ছাড়া এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কঠিন। শুধু বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করলেই আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না; তার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর সম্ভাবনা উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সম্পর্কের সাফল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত স্থানীয় অর্থনীতির পরিবর্তন দিয়ে, শুধু বাণিজ্যের পরিমাণ দিয়ে নয়।

# কাছাড়ে রাস্তা-সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ কৌশিকের

## কেন্দ্রীয় কারাগার, ক্রীড়াঙ্গন-সহ একাধিক উন্নয়ন প্রস্তাব খতিয়ে দেখল এসডিএলএসি

**শিলচর :** কাছাড় জেলার বিভিন্ন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিলেন অসমের মন্ত্রী কৌশিক রায়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা, নির্মাণের গুণমান বজায় রাখা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

সোমবার শিলচরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের নতুন সম্মেলন কক্ষে পরপর দু'টি পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন খাদ্য ও গণবণ্টন, গৃহনির্মাণ ও নগরোন্নয়ন এবং সমবায় দফতরের মন্ত্রী। প্রথম বৈঠকে জেলার চলতি রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অসম্পূর্ণ সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করা, নির্মাণে বিলম্বের কারণ চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের



পথে বাধা দূর করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

বৈঠকে কাঁঠাল রোডের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, নাগরিক পরিচ্ছন্নতা, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং চলতি নির্মাণকাজের গুণমান নিয়েও আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। জেলাশাসক রাহুল কুমার গুপ্ত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

প্রথম বৈঠকে বিধায়ক কিশোর নাথ, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ও রাজদীপ গোয়ালা-সহ প্রশাসন এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় বৈঠকে মহকুমা স্তরের উপদেষ্টা কমিটি (এসডিএলএসি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাব খতিয়ে দেখে অনুমোদন দেয়। সরকারি ভবন নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারাগার, ক্রীড়াঙ্গন, হাটবাজার-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে জনপ্রতিনিধি, জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সহকারী জেলাশাসক, সার্কল অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

# ত্রিপুরায় পুরভোটের প্রস্তুতি জোরদার বিজেপির, রাজ্যজুড়ে প্রচারের পরিকল্পনা

**আগরতলা :** ত্রিপুরায় আসন্ন পুরসভা ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করল শাসকদল বিজেপি। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচনে। পাশাপাশি, বিরোধীদের সমালোচনা ও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাব দিতে রাজ্যজুড়ে প্রচার কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে দলটি।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার পৌরোহিত্যে আয়োজিত এক সাংগঠনিক বৈঠকে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, রাজ্য সংগঠন সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু, ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মৃগাঙ্ক দেও বর্মন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ-সহ দলের বিভিন্ন শাখার নেতৃত্ব। বৈঠকে দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করা, নেতাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানান, দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশিকা পর্যালোচনা করে তা কার্যকর করার জন্য নেতাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচন এবং বিজেপির ঘোষিত সাতটি দেশব্যাপী কর্মসূচি বাস্তবায়ন বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী শক্তিগুলি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক কাঠামো ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এর মোকাবিলায় একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

প্রস্তাবিত প্রচার কর্মসূচিতে পদযাত্রা, সাংবাদিক বৈঠক এবং ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজ-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মসূচির বিস্তারিত সূচি পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানান বিপ্লব। রাজ্য বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তোলেন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের প্রচারের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, অতীতের কংগ্রেস সরকারের আমলেও এ ধরনের সংশোধন করা হয়েছে। এসআইআর নিয়ে বিরোধীরা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

# অসমে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান, গ্রেফতার ৫২৪, মামলা ৪৪১টি

**গুয়াহাটি :** অসমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৫২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দায়ের হয়েছে ৪৪১টি মামলা। মঙ্গলবার এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বাল্যবিবাহ নির্মূলে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৭ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই পরিসংখ্যান নথিভুক্ত হয়েছে। বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে সতর্ক করেছেন তিনি। অসমকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অসমে ২০২৩ সাল থেকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর মাসে পরিচালিত বড় অভিযানে বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিশেষ অভিযানে আরও ৪১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বাল্যবিবাহের ঘটনায় নিষিদ্ধ বাল্যবিবাহ আইন, ২০০৬-সহ প্রযোজ্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন বা পকসো প্রয়োগেরও সুযোগ রয়েছে।

রাজ্য সরকারের দাবি, ধারাবাহিক পুলিশি অভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির ফলে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিগত কয়েক বছরে এই সংক্রান্ত ১২ হাজারেরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ১১ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# নাগাল্যান্ডে ভোটার তালিকায় ১.৫৭ লক্ষ নামের অসঙ্গতি, পূর্ণাঙ্গ যাচাইয়ের দাবি কংগ্রেসের

**কোহিমা :** নাগাল্যান্ডে ভোটার তালিকার ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৫২টি নামের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি অসঙ্গতির কারণ খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছে দলটি।




মঙ্গলবার কোহিমার কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) পর্যবেক্ষক প্রণব শাগোত্রা ও বান্না গুপ্ত এবং নাগাল্যান্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা সাংসদ এস সুপংমেরেন জামির এই অভিযোগ করেন।

জামিরের দাবি, রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০৮। অথচ নির্বাচন দফতরের নথিতে ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৫৬টি নামের হিসাব রয়েছে। দুই হিসাবের মধ্যে ফারাক ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৫২। ভোটারদের খুঁজে না পাওয়া, স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া, মৃত্যু এবং একই ব্যক্তির একাধিক জায়গায় নাম নথিভুক্ত থাকার মতো কারণগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। কংগ্রেসের সংগৃহীত পরিসংখ্যান তুলে ধরে শাগোত্রা জানান, মোকোকচুংয়ে ৭,৯০০, জুনহেবোটোয় ১১,৫১৩, কিফিরেতে ৬,৫৪৭, লংলেংয়ে ৩,৩২৫ এবং তুয়েনসাংয়ে ৯, ০৩২টি ভোটার এন্ট্রি অসঙ্গতিপূর্ণ বা বাদ পড়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সংশোধনের কারণ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানান তিনি।

ভোটার তালিকার ডিজিটাল প্রতিলিপি সরবরাহ নিয়েও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শাগোত্রা। তাঁর অভিযোগ, ডিজিটাল নথি পাওয়া গেলে রাজনৈতিক দলগুলি দ্বৈত নাম ও অন্যান্য অসঙ্গতি সহজে যাচাই করতে পারত।

বান্না গুপ্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিও জানান। অন্যদিকে, এনপিসিসির কার্যকরী সভাপতি খ্রিয়েদি থিউনুও যোগ্য ভোটারদের নিজেদের নাম ও তথ্য যাচাই করার আহ্বান জানান।

# খেল মহারণ ৩.০-র প্রস্তুতি ধলাইয়ে, ৭ নভেম্বর থেকে প্রতিযোগিতা

**শিলচর :** রাজ্যজুড়ে খেল মহারণ ৩.০ আয়োজনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে ধোলাই সহ-জেলায় তৎপরতা শুরু হয়েছে। তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু আয়োজন এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সোমবার ধোলাই সহ-জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে এক সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন সহকারী কমিশনার মাসি তোপনো ও দীক্ষা সরকার। উপস্থিত ছিলেন ব্লক আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব এবং বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা। সহ-জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিধানসভা কেন্দ্র স্তরে প্রতিযোগিতা আয়োজন, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয় স্তরে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে খেলাধুলায় যুক্ত করা এবং প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এবার খেল মহারণের তৃতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজন হিসেবে থাকছে 'শিশু ক্রীড়া সমারোহ'। এই কর্মসূচির আওতায় ১৪টি বিভাগে প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে ৫০০ জন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের দু'বছরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে। এবারের খেল মহারণে আটটি বিভাগ রাখা হয়েছে;অ্যাথলেটিক্স, যোগাসন,




দাবা, বক্সিং, অ্যাকুয়াথলন, ফুটবল, ভলিবল ও সাঁতার। প্রতিযোগীরা স্থানীয় স্তর থেকে বিধানসভা কেন্দ্র, জেলা, জোনাল ও রাজ্য স্তরে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

প্রশাসনিক সূচি অনুযায়ী, তৃণমূল স্তরের প্রতিযোগিতা চলবে ৭ থেকে ২০ নভেম্বর। বিধানসভা কেন্দ্র স্তরে প্রতিযোগিতা হবে ১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এবং জেলা স্তরে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত। জোনাল স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা চলবে ৪ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রতিযোগীদের নাম নথিভুক্তির জন্য khelmaharan.com/khel ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নথিভুক্তির সময় বয়স ও জন্মতারিখ-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

# স্পেনে দুই দ্রুতগতির ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪৬, আহত ১৭৯



**মাদ্রিদ :** স্পেনে দুটি দ্রুতগতির ট্রেনের ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৭৯ জন। বুধবার সকালে টোলেডো প্রদেশের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন উদ্ধারকারী দল, পুলিশ ও অসামরিক সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, একই রুটে চলাচলের সময় পিছন দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রেন সামনের ট্রেনটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, দুটি ট্রেনের একাধিক বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ট্রেনের বগিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যাত্রীদের উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় উদ্ধারকারীদের। আহতদের দ্রুত ট্রেন থেকে বের করে এনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। গুরুতর আহতদের প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওতে বিপর্যয়ের ভয়াবহ ছবি ধরা পড়েছে। অন্য একটি ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের তোলা ওই ভিডিওতে রেললাইনের উপর ছড়িয়ে থাকা ট্রেনের চাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত বগি দেখা গিয়েছে। কয়েকটি কামরা থেকে ধোঁয়া বের হতেও দেখা যায়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং সংঘর্ষের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

স্পেনের রেল পরিকাঠামো পরিচালনাকারী সংস্থা এডিআইএফ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর মাদ্রিদ, সিউদাদ রিয়াল ও আন্দালুসিয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রেললাইন পরীক্ষা করে নিরাপদ বলে ঘোষণা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে পরিষেবা চালু করা হবে না বলে আধিকারিকেরা জানিয়েছেন। এর ফলে ওই রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীদের দুর্ভোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় এক মেয়র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। অসামরিক সুরক্ষা বিভাগের কর্মীরা পুরসভার সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালাচ্ছেন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারিতেও দক্ষিণ স্পেনে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে স্পেনে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় ৮০ জনের প্রাণহানি ঘটে। এবারের দুর্ঘটনাকে দেশের অন্যতম ভয়াবহ রেল বিপর্যয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

# ব্যালটে ভোট, চার রাজ্যের বিধান পরিষদ নির্বাচনে ধাক্কা কংগ্রেসের, কর্নাটকেও ভরাডুবি



**বেঙ্গালুরু :** ভোটচুরির অভিযোগে লাগাতার সরব রাহুল গান্ধী। কখনও ছাত্রদের কাছে পৌঁছতে কর্মসূচি, কখনও সুপ্রিম কোর্ট অভিযান, আবার কখনও রামলীলা ময়দানে জনসভা। বিরোধীদের দাবি, দেশজুড়ে বইছে মোদি-বিরোধী হাওয়া। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে তার প্রতিফলন কোথায়? চার রাজ্যের বিধান পরিষদ নির্বাচনে ২৮টি আসনের একটিতেও জিততে পারেনি কংগ্রেস। সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে কর্নাটকে, যেখানে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও খাতা খুলতে পারেনি হাত শিবির।

কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে শিক্ষক এবং স্নাতক ভোটারদের নিয়ে বিধান পরিষদের নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের বদলে নির্দিষ্ট ভোটারগোষ্ঠী অংশ নেয়। চার রাজ্যের ফলাফলে কংগ্রেসের দুর্বল সাংগঠনিক অবস্থান ফের সামনে এসেছে। কর্নাটকের চারটি আসনেই জিতেছে এনডিএ। উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের প্রভাববলয় হিসেবে পরিচিত বেঙ্গালুরু শিক্ষক কেন্দ্রেও পরাজিত হয়েছেন কংগ্রেসের পাঁচবারের বিধান পরিষদ সদস্য পুট্টান্না। তাঁকে ৯০৮ ভোটে হারিয়েছেন জেডি(এস)-এর এ পি রঙ্গনাথ। রঙ্গনাথ পেয়েছেন ১০,৮১০ ভোট, পুট্টান্নার ঝুলিতে এসেছে ৯,৯০২। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার থাকা সত্ত্বেও এই ফল দলীয় নেতৃত্বের কাছে বড় ধাক্কা।

উত্তরপ্রদেশে ১১টি আসনের লড়াইয়ে বিজেপি ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ছয়টি আসনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর চারটিতে বিজেপি এবং দুটিতে জিতেছে সপা। বাকি পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে এগিয়ে সমাজবাদী পার্টি, দুটিতে বিজেপি। ফলে চূড়ান্ত ফল ৬-৫ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিহারে পাটনার গুরুত্বপূর্ণ আসন জিতেছে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি। আগেরবার কংগ্রেসের দখলে থাকা আসনটিও এবার হাতছাড়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও শূন্য কংগ্রেস, যদিও শরদ পওয়ারের দল জয় পেয়েছে।

# ‘বয়স প্রায় ৭৫, এ বার বিশ্রাম নিন’, মমতাকে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

**কলকাতা :** নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর নির্বাচনে না দাঁড়ানোর পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় উপনির্বাচনে জয়ী হাসিরানি রথ ও শাখারভ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, তবয়স প্রায় ৭৫। এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভাল। বিশ্রাম নেওয়ার কথা এখন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর;দুই আসনেই জয়ী হন শুভেন্দু। নন্দীগ্রাম ছাড়ার প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ভবানীপুর ছাড়লে মমতা ফের তাঁর বিরুদ্ধে লড়ার সুযোগ পেতেন। সেই প্রসঙ্গেই মমতাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

# ছ’ঘণ্টার ল্যান্ডফলে তছনছ অন্ধ্র, মৃত ৫

## *ওড়িশাতেও দুর্যোগ, বাংলার উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া-বৃষ্টি; বাতিল ২২টি ট্রেন*



**ভুবনেশ্বর :** ছ’ঘণ্টা ধরে ল্যান্ডফলের পর ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ। মঙ্গলবার মধ্যরাতে কাকিনাদা ও পুদুচেরির ইয়ানামের মধ্যবর্তী উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে ঘূর্ণিঝড়টি। এর প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩১টি বাড়ি। উপড়ে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা, ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। অন্ধ্রের পাশাপাশি ওড়িশাতেও শুরু হয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে বাংলার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায়। বইছে ঝোড়ো হাওয়া। অন্যদিকে, দার্জিলিং ও সিকিমে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কাও রয়েছে।

স্থলভাগে প্রবেশের পর অর্ণবের দাপটে অন্ধ্রের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাস্তার উপর গাছ উপড়ে পড়ায় ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক চলাচল। বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ের ধ্বংসলীলার ছবি সামনে এসেছে। তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে শক্তি হারাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি। অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় থেকে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অর্ণব। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার কয়েকটি এলাকায় রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের জেরে রেল পরিষেবাতেও প্রভাব পড়েছে। ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২২টি এক্সপ্রেস ও যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল অথবা স্থগিত করা হয়েছে। বিশাখাপত্তনম-কিরান্ডুল এবং রাউরকেলা-জগদলপুর রুটের একাধিক ট্রেন বাতিল হয়েছে। হাওড়া-জগদলপুর সমলেশ্বরী এক্সপ্রেসের যাত্রার তারিখও পরিবর্তন করা হয়েছে। ভুবনেশ্বর-জগদলপুর এবং জগদলপুর-ভুবনেশ্বর হীরাখণ্ড এক্সপ্রেসের যাত্রাপথেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) আইজি নরেন্দ্র সিং বুন্দেলা জানান, অর্ণবের জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। সেখানে প্রাণহানি ও বাড়িঘরের ক্ষতির খবর মিলেছে। ওড়িশায় ঝড়বৃষ্টি চললেও এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

# আমিরশাহির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন ভারতীয় পাইলট মচ্ছর



**রিয়াদ :** মাঝআকাশে পাইলটের ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েও অসামান্য সাহসিকতায় শতাধিক যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর। তাঁর সেই বীরত্বের স্বীকৃতি দিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বুধবার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল দেশটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘ফার্স্ট ক্লাস অর্ডার অফ জায়েদ সেকেন্ড’। দুবাইয়ের রাজকুমার শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রশিদ আল মাখতুম তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীও।

ঘটনাটি গত ৩০ অক্টোবরের। প্রায় ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ছিল ফ্লাইদুবাইয়ের একটি বিমান। সেই সময় ককপিটে পাইলটের ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন মচ্ছর। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও হাল ছাড়েননি তিনি। শেষ চেষ্টা করে বিমানের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই সাহসিকতার ফলে শতাধিক যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পায়। নিজের জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই নজির আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়।

দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন ভারতীয় পাইলট। সূত্রের খবর, একাধিক আঘাতে তাঁর মাথার খুলির একটি অংশ ভেঙে মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে ওঠে। তাঁকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিয়ে যাওয়ার আগে সৌদি আরবে জরুরি অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকেরা। মচ্ছরের পাশাপাশি ওই বিমানে থাকা আরও দুই পাইলটকেও একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

## একই জমিতে ফসল ও সৌরবিদ্যুৎ

# কৃষির ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে ‘অ্যাগ্রিভোল্টাইক’ প্রযুক্তি

**ড. বিজয় গর্গ**



ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষি। অন্যদিকে, পরিচ্ছন্ন বিদ্যুতের উৎস হিসেবে ক্রমশ গুরুত্ব বাড়ছে সৌরশক্তির। কিন্তু এত দিন কৃষিকাজ ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমির ব্যবহার নিয়ে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব ছিল। বড় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বিস্তীর্ণ জমির প্রয়োজন হয়, যে জমিতে অন্যথায় ফসল ফলানো সম্ভব। এই সমস্যার বিকল্প পথ দেখাচ্ছে একটি নতুন পদ্ধতি; ‘অ্যাগ্রিভোল্টাইক’ বা কৃষি-সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এই প্রযুক্তিতে একই জমিতে সৌর প্যানেলের নীচে কিংবা মাঝের ফাঁকা জায়গায় চাষাবাদ করা যায়, আর উপর থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ।

প্রশ্ন হল, ভারতের কৃষকরা কি একই জমি থেকে খাদ্যশস্য ও সৌরবিদ্যুৎ;দুই ধরনের উৎপাদনই বজায় রাখতে পারবেন, কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত না করে?

অ্যাগ্রিভোল্টাইক হল এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একই জমিতে কৃষিকাজ ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকে একসঙ্গে চালানো হয়। বিশেষ নকশায় তৈরি উঁচু সৌর প্যানেলের নীচে বা মাঝের ফাঁকা অংশে চাষের ব্যবস্থা করা হয়। প্যানেলের উচ্চতা, সারিবিন্যাস এবং ব্যবধান এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকে।

এই ব্যবস্থায় শাকসবজি, পশুখাদ্যের জন্য ঘাস, ঔষধি গাছ এবং ছায়া সহ্য করতে পারে এমন কিছু ফসল উৎপাদন সম্ভব। প্রচলিত সৌরবিদ্যুৎ পার্কের ক্ষেত্রে যেখানে জমির কৃষি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেখানে অ্যাগ্রিভোল্টাইকের লক্ষ্য হল কৃষিকাজ বজায় রেখেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

ভারতের মতো দেশে এই পদ্ধতির গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ কৃষিজমি শুধু খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি নয়, কোটি কোটি মানুষের জীবিকা ও গ্রামীণ অর্থনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

অ্যাগ্রিভোল্টাইকের অন্যতম বড় সুবিধা হল একই জমি থেকে আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষক একদিকে ফসল বিক্রি করে আয় করতে পারেন, অন্যদিকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন থেকেও অর্থ পেতে পারেন। ব্যবস্থার মালিকানা ও চুক্তির ধরন অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে বিক্রি করা যেতে পারে, স্থানীয় গ্রাহকদের সরবরাহ করা যেতে পারে অথবা সেচের পাম্প ও কৃষিকাজের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সৌর প্যানেল আংশিক ছায়া তৈরি করে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই ছায়া অতিরিক্ত রোদ থেকে ফসলকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে এবং মাটির আর্দ্রতা দ্রুত কমে যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বিশেষত গরম ও শুষ্ক অঞ্চলে কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তাপজনিত চাপ কমাতে এই ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে।

তবে এই সুবিধা সব জায়গায় সমান নয়। কোন ফসল চাষ করা হচ্ছে, স্থানীয় জলবায়ু কেমন, প্যানেল কতটা উঁচুতে বসানো হয়েছে, সারিগুলির মধ্যে কতটা ফাঁক রয়েছে এবং গাছের কাছে কতটা সূর্যালোক পৌঁছচ্ছে;তার উপর ফলাফল নির্ভর করে।

জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণেও এই প্রযুক্তি কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। প্যানেলের ছায়ায় বাষ্পীভবন কমলে মাটির আর্দ্রতা দীর্ঘক্ষণ বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে। তবে মাটির প্রকৃতি ও প্যানেলের বিন্যাস অনুযায়ী এর প্রভাব বদলে যায়। একই সঙ্গে বৃষ্টির জল কোথায় এবং কীভাবে পড়ছে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। কারণ প্যানেল থেকে গড়িয়ে পড়া জল জমির নির্দিষ্ট অংশে বেশি জমতে পারে, অন্য অংশ তুলনামূলকভাবে শুকনো থেকে যেতে পারে।

অ্যাগ্রিভোল্টাইক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষির উৎপাদনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ, বৃদ্ধি এবং শস্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রয়োজন। অতিরিক্ত ছায়া পড়লে বিশেষত বেশি রোদনির্ভর ফসলের ফলন কমে যেতে পারে।

তাই সব ধরনের কৃষিজমিতে একই নকশায় এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ফসল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কিছু শাকসবজি, পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত ঘাস এবং ছায়া সহনশীল উদ্ভিদ উপযুক্ত ব্যবস্থায় ভালো ফল দিতে পারে। অন্যদিকে, গম, ধান-সহ যেসব ফসলের পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রয়োজন, সেগুলির ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী পরীক্ষামূলক চাষের প্রয়োজন রয়েছে।

পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে, যেখানে ধান ও গম কৃষির প্রধান ভিত্তি, সেখানে বড় আকারে এই প্রযুক্তি চালুর আগে স্থানীয় জমিতে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ জরুরি। কয়েকটি মরশুম ধরে ফসলের ফলন, শস্যের গুণমান, জলের ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কৃষকের প্রকৃত লাভের হিসাব করতে হবে। কেবল সম্ভাব্য সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করলে চলবে না।

উঁচু সৌর প্যানেল বসানোর জন্য বিশেষ কাঠামো তৈরি করতে হয়। ফলে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হতে পারে। প্যানেলের নীচে ট্র্যাক্টর, ফসল কাটার যন্ত্র কিংবা সেচের সরঞ্জাম চালানোর ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সৌর প্যানেল বসানোর সময় কৃষিযন্ত্রের চলাচল, ফসলের উচ্চতা, জমির নিকাশি ব্যবস্থা এবং নিয়মিত কৃষিকাজের প্রয়োজনীয়তা মাথায় রাখতে হবে।

সরকারি সহায়তা, সহজ শর্তে ঋণ, সমবায়ভিত্তিক মালিকানা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য এই প্রযুক্তি আরও সহজলভ্য করা যেতে পারে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত অঞ্চলভিত্তিক মডেল তৈরি করা এবং পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে তার কার্যকারিতা যাচাই করা।

একই সঙ্গে বিদ্যুতের দাম, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, জমির মালিকানা এবং যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেরামতির দায়িত্ব নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে স্পষ্ট চুক্তি থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে মূলধনের অভাবে এই প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

অ্যাগ্রিভোল্টাইক ভারতের কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন শক্তির ভবিষ্যৎকে যুক্ত করার একটি সম্ভাবনাময় পথ। সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে এই প্রযুক্তি কৃষকের আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি করতে পারে, জমির ব্যবহার আরও কার্যকর করতে পারে এবং কম কার্বন নিঃসরণকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে।

তবে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। কেবল চাষের জমির উপর সৌর প্যানেল বসালেই যে কৃষি ও বিদ্যুৎ;দুই ক্ষেত্রেই সমান সুবিধা পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফসল, মাটি, জলবায়ু, সূর্যালোক এবং কৃষকের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই উপযুক্ত ব্যবস্থা বেছে নিতে হবে।







প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

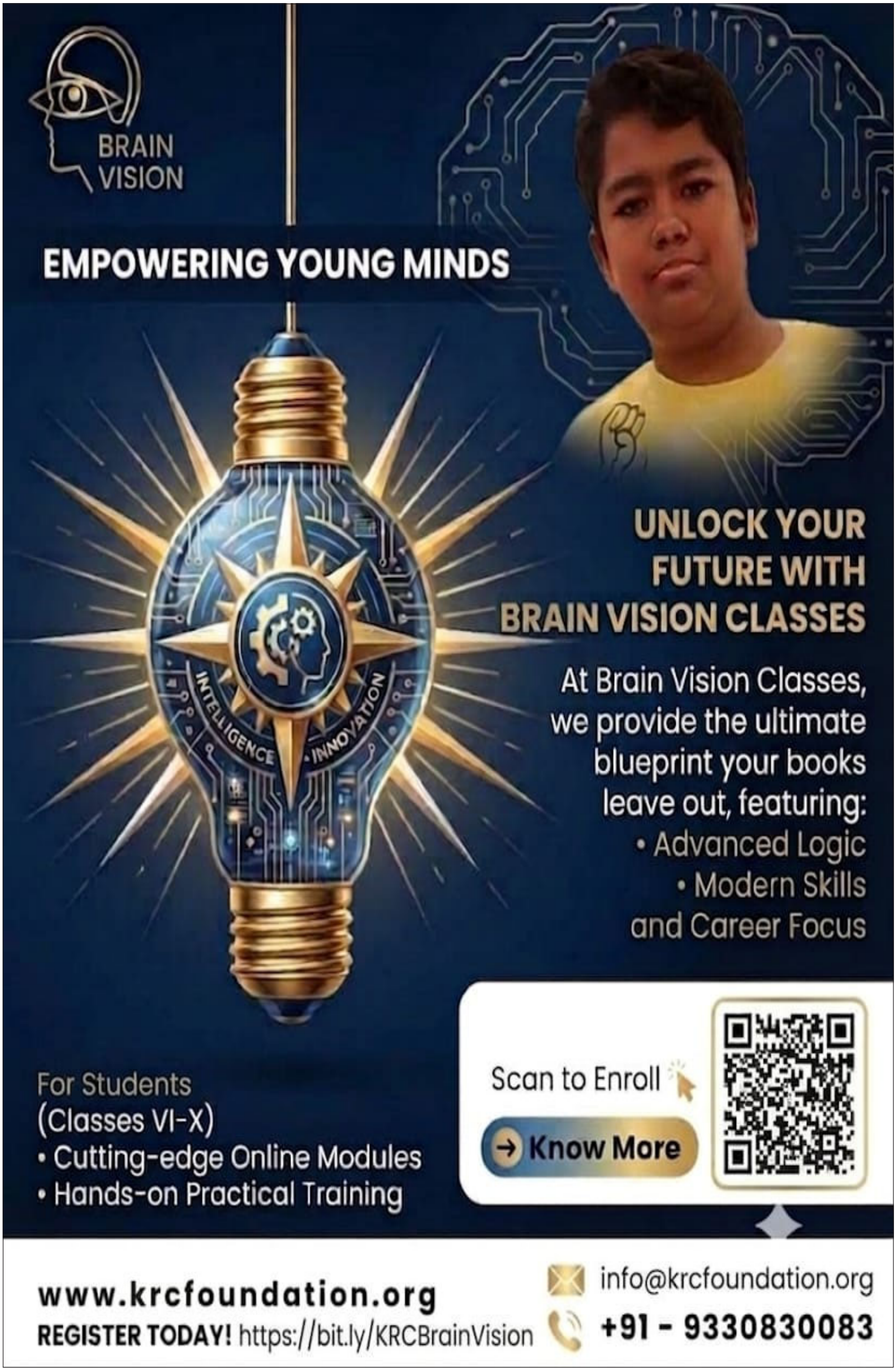
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

# কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

## আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

## কেআরসি টাইমস ই-কপি

### উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

## কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

## স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

## কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

# GROW YOUR BRAND WITH US!



***KRC TIMES***

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

| | | |
|---|---|---|
| Website | YouTube | Social Media |
| Magazine | E-Copy | Events |

**For more information, please contact us at:**

www.krctimes.com  info@krcfoundation.org

**DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD**
https://bit.ly/krctimesratecard